Islami Ain O Bichar
Vol. 20, Issue:77
January-March, 2024

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2023-12.26
Published: 2024-06.05

DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v20i77.261

Legality of Cryptocurrency in Modern Financial Transactions Assessing its Relevance and Applicability in Islamic Law

Mahade Hasan*
Mahmudul Ahsan*

Abstract

Throughout human history, monetary systems have evolved and changed to facilitate trade. Due to the tremendous development of modertn technology cryptocurrencies have started to dominate the traditional monetary system since the beginning of the 21st century. Cryptocurrency is a collection of binary data that acts as a medium of exchange. This virtual currency exists only online. Cryptocurrencies can be traded in the global digital asset market. This research paper attempts to explore the provisions of cryptocurrencies from the perspective of Islamic law. The prime objective of this article is to analyze and determine the legality and illegality of cryptocurrency in contemporary Islamic law based on the opinion different schools of thought. This research paper, written in a descriptive and analytical manner, after presenting and analyzing various evidences of modern jurists, has demonstrated that cryptocurrency can be approved subject to certain recommendations and it is possible to legitimize cryptocurrency for the purpose of facilitating people's financial transactions in the context of changing times.

Keywords : Cryptocurrency, Currency, Gharar (uncertainty), Legalization, Virtual.

আধুনিক আর্থিক লেনদেনে ক্রিপ্টোকারেন্সির আইনসিদ্ধতা : ইসলামী আইনে এর প্রাসঙ্গিকতা ও প্রযোজ্যতা নিরূপণ

সারসংক্ষেপ

মানব ইতিহাসে বাণিজ্যিক কার্যক্রম সহজতর করার উদ্দেশ্যে মুদ্রা ব্যবস্থার পরিবর্তন ও বিবর্তন সাধিত হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে আধুনিক প্রযুক্তির বদৌলতে ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রচলিত মুদ্রাব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে। ক্রিপ্টোকারেন্সি হলো বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা বাইনারি ডাটার একটি সম্ভার। এ ভার্চুয়াল মুদ্রার অস্তিত্ব শুধু অনলাইনেই পাওয়া যায়। বৈশ্বিক ডিজিটাল সম্পদের বাজারে ক্রিপ্টোকারেন্সি দিয়ে কেনা-বেচা করা যায়। বক্ষ্যমাণ গবেষণা প্রবন্ধটিতে ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে ক্রিপ্টোকারেন্সির বিধান অনুসন্ধানের প্রয়াস চালানো হয়েছে। ফিকহী মতামতের ভিত্তিতে সমকালীন ইসলামী আইনে ক্রিপ্টোকারেন্সির বৈধতা ও অবৈধতা বিশ্লেষণ ও নির্ণয় করা এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে রচিত এ গবেষণা প্রবন্ধটিতে আধুনিক ফকীহদের উপস্থাপিত বিভিন্ন প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে, নির্দিষ্ট সুপারিশের ভিত্তিতে ক্রিপ্টোকারেন্সি অনুমোদিত হতে পারে এবং পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে জনগণের আর্থিক লেনদেন সহজীকরণের উদ্দেশ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সির বৈধতা দেয়া সম্ভব।

মূলশব্দ : ক্রিপ্টোকারেন্সি; মুদ্রা; গারার; হালালকরণ; ভার্চুয়াল

* Mahade Hasan, Graduate Research Assistant, University of Illinois Urbana-Champaign, Illinois, USA. Email: mahadeh2@illinois.edu
* Mahmudul Ahsan CSAA. Student, Islamic University of Medinah, KSA. Email: mahmudulahsan96@gmail.com

ভূমিকা

প্রাচীনকালে মানুষ শস্যদানা, গবাদি পশু, শস্য ইত্যাদি বিনিময়ের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতো। মুদ্রা আবিষ্কারের বহু পূর্ব থেকে অর্থব্যবস্থার আবির্ভাব। মানব ইতিহাসে বাণিজ্যিক কার্যক্রম সহজতর করার উদ্দেশ্যে মুদ্রা ব্যবস্থার পরিবর্তন ও বিবর্তন সাধিত হয়েছে। মুদ্রা মানুষের সমাজ জীবনে ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত একটি অপরিহার্য আবিষ্কার, যার উপর অন্যান্য সব কিছুর অস্তিত্ব নির্ভর করে। ক্রিপ্টোকারেন্সি বর্তমান বা ভবিষ্যতের মুদ্রা। বৈশ্বিক নাগরিকদের কাছে ক্রিপ্টোকারেন্সির জনপ্রিয়তা প্রায় আকাশচুম্বী। আউটসোর্সিং থেকে শুরু করে ই-পেমেন্ট সিস্টেমে কেনাকাটার ক্ষেত্রে ব্লকচেইন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সুরক্ষিত এ পিয়ার-টু-পিয়ার মুদ্রা বিনিময় প্রথা পৃথিবীতে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, ফলে পুরোপুরি এটাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। বিগত এক দশক ধরে ক্রিপ্টোকারেন্সির বিষয়টি শরীআহ গবেষকদের অন্যতম গবেষণা-ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং দুনিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডের মুসলিম আলেম ও ফকীহগণ 'ফিকহুন নাওয়াযিল' (فقه النوازل) এর আলোকে ক্রিপ্টোকারেন্সির বিধান বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে আধুনিক এ মুদ্রার স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি সম্পর্কে ইসলামী শরীআহর মূল মাকসাদ বিবেচনায় রেখে এই বিষয়ে আধুনিক ফকীহদের প্রদত্ত ফতোয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়াও যেহেতু ক্রিপ্টোকারেন্সির বিষয়টি সরাসরি মানুষের সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত এবং ইসলামী শরীআহর অন্যতম উদ্দেশ্য হল 'হিফযুল মাল' (حفظ المال) বা সম্পদের সংরক্ষণ, তাই ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে পণ্যের মূল্য পরিশোধের শরয়ী বিধান পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনা উপস্থাপনপূর্বক এর সম্ভাবনা ও করণীয় বিষয়সমূহ প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট পাঠ পর্যালোচনা (Literature Review)

অধ্যাপক ড. গাযলান (২০২২) তাঁর *'আল উমলাতুর রকমিয়্যাহ 'আল বিতকয়েন': দিরাসাতুন ফিকহিয়্যাহ মুকারনাহ'* প্রবন্ধে তিনটি আলোচনায় বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

প্রথম আলোচনায় ইসলামী আইন ও প্রচলিত অর্থনীতিতে মুদ্রার সংজ্ঞা ও কার্যক্রম বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় আলোচনায় বিটকয়েনের সারবত্তা, এর ইস্যু পদ্ধতি, ব্যবহার পদ্ধতি, বিনিয়োগ পদ্ধতি ইসলামী আইনের আওতায় বিবেচনা করেছেন। তৃতীয় আলোচনায় বিটকয়েনের লেনদেন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শার'ঈ বাধাসমূহ ও সন্দেহসমূহ বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেনের সম্ভাব্যতা যাচাই বাছাই করার করে বিধান বর্ণনা করেছেন।

প্রফেসর কুতুব মুস্তাফা সানু (২০২১) তাঁর *'ফি নকদিয়্যাতিল উমলাতিল রকমিয়্যাহ আল মুশাফফারাহ ওয়া আছারিহা ফী বায়ানি হুকমিহা আশ শার'ঈ: রু'ইয়াতুন মানহাজিয়্যাহ'* শিরোনামের প্রবন্ধটিকে তিনটি ধারায় বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম ধারায় ডিজিটাল মুদ্রা ও ক্রিপ্টোকারেন্সির সংজ্ঞা, দ্বিতীয় ধারায় ইসলামী আইন ও অর্থনীতির দৃষ্টিতে ক্রিপ্টোকারেন্সির বাস্তবতা এবং তৃতীয় ধারায় মূল্যে উঠানামা ও কারসাজিসহ ক্রিপ্টোকারেন্সির নানা সঙ্কীর্ণতা বিবেচনা করে মাসলাহার অনুগামী হয়ে এর বৈধতা বিবেচনা সরকারের ওপর ন্যস্ত করার বিধান উপস্থাপন করেছেন।

ফাতিমা জাহেরা (২০২০) তাঁর *The Analysis of Maqashid Syariah on the Use of Fiat Money and Dinar Dirham* প্রবন্ধে 'আল ইল্লাতুছ ছামানিয়্যাহ' (العلة الثمنية) অনুসারে প্রমাণ উপস্থাপন করেন যে, স্বর্ণ-রৌপ্য- ফিয়াট কারেন্সি সকল কিছুই মুদ্রাব্যবস্থায় স্থান পেয়েছে। সুতরাং আধুনিক সময়ের ডিজিটাল মুদ্রা হিসেবে ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেন বৈধ হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

আল কাসিমিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. আদম আবদুল্লাহ (২০২০) তাঁর '*The Islamic Monetary Standard: The Dinar and Dirham* প্রবন্ধে বলেছেন যে, প্রচলিত মুদ্রার কার্যক্রমের পাশাপাশি ইসলামে অর্থের কার্যাবলি যাকাত, জিজিয়া, খারাজ, দিয়াত, সরফ[১] ইত্যাদি সম্পর্কিত শরীয়াহ আইন নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। ইসলামী ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে দিনার এবং দিরহামের ওজন এবং মুদ্রার মান টেবিলের মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে। এখানে লেখক ইসলামে মুদ্রা ও অর্থনীতির আদ্যোপান্ত উল্লেখ করে ডিজিটাল মুদ্রার উপযোগিতার স্তর নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন।

বাংলা ভাষায় মোস্তফা তানিম (২০১৮) রচিত বিটকয়েন সম্পর্কিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ *'বিটকয়েন : ব্লকচেইন প্রযুক্তি এবং অন্যান্য মুদ্রা'* তে ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ব্লকচেইনের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। বইটিতে তিনি বিশ্ব অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ এবং প্রযুক্তিতে ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রভূত প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

প্রফেসর হাসানাইন তাঁর - العملات الرقمية المشفرة المفهوم والأنواع والإصدار والتداول والتكييف الفقهي لها- গবেষণা প্রবন্ধে কোডিং পদ্ধতি, ক্রিপ্টোকারেন্সির মূল যে ব্লক

১. একটি লেনদেন প্রক্রিয়া। যে পণ্য লেনদেনের ক্ষেত্রে নগদ বিক্রি করা এবং সমান সমান শর্ত করা হয়েছে, তাকে বাইয়ে সরফ বলে। ওই পণ্যগুলোতে অতিরিক্ত ও বাকিতে লেনদেন হারাম হবে। যেমন স্বর্ণের সাথে স্বর্ণ , রৌপ্যের সাথে রৌপ্য , মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিনিময় করার সময় কমবেশি ও বাকি রাখা সুদের অন্তর্ভুক্ত।

চেইন প্রযুক্তি, প্রটোকল, আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থায় এনক্রিপশন, ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যয় পদ্ধতি, ক্রিপ্টোকারেন্সি কি পণ্য না মুনাফা, নাকি এটি একটি সম্পদ?- ইত্যাদি বিষয়ে শরীয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। এ গবেষণা মতে, মূল্যমান যোগ্যতার শর্ত লঙ্ঘন না করা পর্যন্ত গ্রহণযোগ্যতার নিরিখে যে কোনো বস্তু মুদ্রার রূপ পেতে পারে।

ডক্টর মুতাজ আবু জীব (২০২১) তার العملات الرقمية المشفرة في عقدها الثاني : دراسة تحليلية فنية وشرعية শিরোনামের প্রবন্ধে কুরআন মাজীদ, হাদীস শরীফ ও ইজতিহাদি মত উল্লেখপূর্বক তাঁর মতামত ব্যক্ত করছেন যে, এনক্রিপ্টেড ডিজিটাল মুদ্রা ক্রয় করা ও ব্যবসার লেনদেন যাচাই করা প্রয়োজন। শার'ঈ কাঠামো থেকে বৈধ এরকম ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেনে সুপারিশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক এবং আইন বিশেষজ্ঞদের মতামত সযত্নে তুলে ধরেছেন।

ড. স্কট মরিসন (২০১৯) তাঁর 'The Defining Characteristics of Money in Islamic law' শিরোনামের বিস্তৃত এ প্রবন্ধে মুদ্রার অন্তর্নিহিত মূল্য ও ইন্সট্রুমেন্টাল মূল্যের পার্থক্য, ফিয়াট মুদ্রা মুদ্রণের দাফতরিক অনুমতি সরকারের ওপর ন্যস্ত করার যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। এ গবেষকের মতে, ক্রিপ্টোকারেন্সি সীমিত অথচ হুকমি মুদ্রার সংখ্যাত্মক সীমা নেই; সুতরাং ক্রিপ্টোকারেন্সির বৈধতার প্রাসঙ্গিকতা আছে। এর পাশাপাশি ক্রিপ্টোকারেন্সির অন্তর্নিহিত মূল্য ও কালি, কাগজ, জলছাপ, ধাতুর নিরাপত্তা সুতা ও হলোগ্রাফির বিবেচনায় ফিয়াট মুদ্রার অন্তর্নিহিত মূল্য তুলনা করেন। সর্বোপরি বৃটিশ আইন ও ইসলামী আইনের আওতায় মুদ্রার আলোচনা করেছেন।

এ সমস্ত গবেষণা প্রবন্ধসমূহের উর্ধ্বে উঠে আমাদের আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধটিতে মুদ্রা ব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা, ডিজিটাল মুদ্রা ব্যবস্থার কার্যধারা, ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেনের সম্ভাব্য ইসলামী আর্থিক আইনের নীতিমালা অনুযায়ী এর শার'ঈ কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। এর শরীয়তসিদ্ধতার পক্ষ-বিপক্ষের দলীলপ্রমাণ উপস্থাপনপূর্বক বিশ্লেষণ করে এনক্রিপ্টেড ডিজিটাল মুদ্রার সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এর পাশাপাশি ইসলামী আইনবিদদের অভিমত বিশ্লেষণ করে ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেনের ক্ষেত্রে শরীয়াহ পরিপালনের জন্য কিছু সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রথাগত মুদ্রার পরিচয়

প্রচলিত মুদ্রা সম্পর্কে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ স্যার ডেনিস রবার্টসন বলেন,

> Anything that is widely accepted in payment for goods, or discharge of other kinds of obligations.
>
> পণ্যের বিনিময়-মূল্য প্রদান বা অন্যান্য দায়দেনা পরিশোধের ক্ষেত্রে লোকসমাজে সবার কাছে গৃহীত যে কোনো বস্তু ও সম্পত্তিকে মুদ্রা বলা হয়েছে (Robertson 1922, 3)

সুতরাং অর্থ যা ক্রয় করে তাই অর্থের মূল্য। সুতরাং অর্থের ক্রয় ক্ষমতা হল অর্থের মূল্য। অর্থের মূল্য নির্ধারণ করা হয় পণ্য বিনিময়ের নীতির ভিত্তিতে। টাকার

(খরিদ্দার ও মহাজনের মধ্যে বিদ্যমান) চাহিদা এবং যোগানের পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে এ নীতি বাস্তবায়িত হয়। কাগজের টুকরো মানেই টাকা নয়। কাগজটি তখনই টাকা সম্মান পাবে, যখন তা পরিশোধের জন্য গৃহীত হবে। যে উপাদান দিয়েই বানানো হোক না কেন, দাম পরিশোধের জন্য গৃহীত হলেই তা টাকা। মূল্যের পরিমাপক হিসেবে অর্থ ছাড়াও অন্যান্য সম্পদ ব্যবহৃত হতে পারে।

ইসলামী আইনে মুদ্রার পরিচয়

ইসলামী আইনে মুদ্রাকে নুকূদ (النقود) হিসেবে অভিহিত করা হয়। শব্দটি 'নাকদ' (النقد) শব্দের বহুবচন। এ দ্বারা স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা নির্মিত অথবা এতদভিন্ন অন্য যে কোনো ধাতুর মুদ্রাকে বোঝানো হয়। পরিভাষায় নুকুদ কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন:

প্রথমত: স্বর্ণ-রৌপ্যের ধাতু। তা মুদ্রা আকারে নির্মিত হতে পারে, অথবা মুদ্রা না হয়ে ছাঁচে-ঢালা (বিশেষভাবে স্বর্ণ- রৌপ্য) পিণ্ড, ভূগর্ভে প্রাপ্ত সোনারুপা প্রভৃতির ধাতুপিণ্ড অথবা অলংকার (গহনাপত্র) ইত্যাদিও হতে পারে। তবে নাকদ শব্দটি মুদ্রা অর্থেই অধিক ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয়ত: স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা। কেননা, পণ্যের বিনিময় ও মূল্য হিসেবে এগুলোই নগদ বা বাকী রূপে প্রদান করা হয়, তা খাদহীন হোক বা খাদযুক্ত হোক। এ অর্থেই হানাফী ফকীহ শামসুল আইম্মা আবুবকর মুহাম্মদ সারাখসী (মৃ. ৪৮৩ হি.) রহ. আল-মাবসুত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

إِنَّ الْفُلُوس تروج فِي تَمَنِ الْحَسِي مِنَ الأشياء دُونَ النَّفِيسِ، بخلاف النقود

ফুলুস ব্যবহৃত হয় তুচ্ছ বস্তুর মূল্যে, নুকূদ বলা হয় মূল্যবান বস্তুতে।

ইমাম নববী রহ. এবং ইমাম রাফেয়ী রহ. প্রমুখ মুদারাবা অধ্যায়ে বলেছেন:

يشترط فِي رَأسِ الْمَالِ أَنْ يَكُونَ نَقْدًا وَهُوَ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ

মূলধন হতে শর্ত হচ্ছে তা নাকদ হতে হবে। নাকদ হচ্ছে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা দীনার ও দিরহাম।

তৃতীয়ত: নাকদ এর অন্য একটি অর্থ হচ্ছে, পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম; এটি স্বর্ণ অথবা রৌপ্য অথবা তামা অথবা চামড়া অথবা কাগজ অথবা অন্য যা কিছু দ্বারা গঠিত হোক না কেন, যদি এগুলো ব্যাপকভাবে গৃহীত ও স্বীকৃত হয়। এ ব্যাপক অর্থটি প্রয়োগ করেই ইমাম রাফেয়ী ও ইমাম নববী রহ. তাঁদের স্ব-স্ব গ্রন্থে বলেন:

إِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقْدُ وَاحِدٌ أَوْ نُقُودٌ يَغْلِبُ التَّعَامُل بِوَاحِدٍ مِنْهَا الْصَرَفَ الْعَقْدُ إِلَى الْمَغْهُودِ وَإِنْ كَانَ فُلُوسًا

কোনো শহরে-নগরে এক মুদ্রা প্রচলিত হলে বা একাধিক মুদ্রা প্রচলিত থাকলেও এগুলোর একটির ব্যবহারই অধিক হলে, যে কোনো চুক্তিতে প্রচলিত মুদ্রাই ধর্তব্য হবে, তা যদি ফুলূস হয় হোক (Islamer Bebsay o Banijjo Aeen 2019, 1:380-81)।

এ তৃতীয় ও সর্বশেষ সংজ্ঞাটিই বর্তমানে ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে। একই অর্থে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي، ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معيارًا لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها،

দিরহাম ও দিনারের কোনও নিজস্ব ও শরয়ী সংজ্ঞা ও মূল্য নেই। বরং, সামাজিক প্রথা ও প্রচলনের উপর এর মূল্য নির্ধারিত হবে। কেননা মূলগতভাবে স্রেফ দিরহাম ও দিনারই মুদ্রার আবশ্যকীয় উদ্দেশ্য না। বরং জনসাধারণের মধ্যে ওই নির্দিষ্ট মুদ্রার মাধ্যমে লেনদেন চালু থাকাই মুদ্রা হিসেবে গণ্য হওয়ার মূল মানদণ্ড। (Ibn Taymiyya, 19:251-252)

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো পর্যালোচনা করে প্রমাণিত হয় যে, মুদ্রার উপাদান, কিংবা মুদ্রার আকৃতি, প্রকৃতি ও ছাঁচের সাথে মুদ্রার স্বীকৃতি নির্ভর করে না। নির্মাণগত ও সৃষ্টিগতভাবে কোনো বস্তু মুদ্রা হিসেবে গণ্য হতে পারে না। স্বর্ণ-রৌপ্য বা অন্য কোনোও বস্তুর মধ্যে মুদ্রার মূল্যমান সীমাবদ্ধ নয়। মুদ্রার মূল ভূমিকা হচ্ছে বিনিময়ের মাধ্যম ও দ্রব্যমূল্যের পরিমাপক হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া। বরং সহজ প্রাপ্য যে কোনো বস্তুই যার দ্রব্যমূল্য আছে এবং সামাজিক কার্যাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো যার মাধ্যমে সম্পাদিত হবে, তাই মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা যায়। মুদ্রা হিসেবে গণ্য হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে সামাজিকভাবে প্রচলন ও পরিভাষার উপর।

মুদ্রাব্যবস্থার বিবর্তন

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ বিনিময়ের সুবিধার জন্য কিছু একটা ব্যবহার করে আসছে। সেটা প্রথম দিকে অনেক অদ্ভুত জিনিস ছিল, যেমন পাথর, কোনো গাছের ফল ইত্যাদি। তারপর ধাতব পদার্থ তো ছিলই। তারপর লোহা বা তামা জাতীয় ধাতুর মুদ্রার প্রচলন শুরু হলো, যার ওপরে রাজা বাদশাহদের সিলমোহর, বাঘ-সিংহের মাথা খোদাই করা থাকত। পরবর্তীতে সোনা ও রুপার ন্যায় মূল্যবান ধাতু থেকে তৈরিকৃত মুদ্রা ব্যবহৃত হতে থাক। মূলত পণ্য ও শ্রম বিনিময়ের সুবিধার জন্য মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল। যেমন, পঞ্চাশ মণ ধানের বদলে দুটো হালের গরু বিনিময় করা যেতে পারে। কিন্তু সরাসরি বিনিময় না করে সর্বজন গ্রহণযোগ্য মধ্যবর্তী একটা 'দামি বস্তু' বিনিময় হিসাবে গ্রহণ করলে কৃষক গরু ছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী ক্রয় করতে পারবে। সর্বকালের মুদ্রাব্যবস্থা একরকম ছিল না। প্রত্যেক যুগে শাসনব্যবস্থার আলোকে মুদ্রা প্রচলিত হয়েছে । মুদ্রাব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানা থাকলে মুদ্রার পরিচয় ও বিধান সম্পর্কে অবগতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে তা উল্লেখ করা হলো ঃ

ক. কমোডিটি মানি (Commodity money): অন্তর্নিহিত মূল্য বিদ্যমান থাকায় (Intrinsic value) পণ্যকেই মুদ্রা হিসেবে চালু করা হয়েছিল। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে স্বর্ণমুদ্রা, গম, মূল্যবান দ্রব্য ও শস্যকেও পণ্য মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। পণ্য মুদ্রাকে যেকোনো সময়ে বিক্রি করে অন্য কিছু কেনা সহজ ছিল।

খ. বাইমেটালিক মুদ্রাব্যবস্থা (Bi Metallic Standard): বিনিময় মুদ্রা ব্যবস্থায় পণ্যকে ক্ষুদ্র এককে বিভাজন করা অসম্ভব ছিল। তাই দ্রব্যকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অবলম্বন করা এবং এর উপর ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিত্তি প্রদান করা দূরহ ব্যাপার ছিল। এজন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। ইসলামী অর্থনীতিতে সোনা ও রূপা (نظام المعدنين) এ দুটি পদার্থকে মুদ্রামূল হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

গ. স্বর্ণশক্তি (Gold standard): উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জুড়েই এই গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বহাল ছিল। সরাসরি ডলারের বদলে ব্যাংক সোনা না দিলেও ডলারের পেছনে এই স্বর্ণশক্তি উনিশ শ সত্তর পর্যন্ত চলে। নির্দিষ্ট রসিদ যার হাতে থাকবে, চাওয়ার প্রেক্ষিতে অনতিবিলম্বে তাকে সমমূল্যের সোনা ব্যাংক দেবে। যুক্তরাষ্ট্রে উনিশ শ তিরিশ সাল পর্যন্ত যে কেউ ২০ দশমিক ৬৭ ডলার ব্যাংকে দিয়ে এক আউন্স সোনা নিয়ে আসতে পারত।

ঘ. কাগুজে মুদ্রা (Banknote): পণ্য মুদ্রা দিয়ে বাণিজ্য চালানো কঠিন বিধায় অবশ্যম্ভাবীভাবেই কাগুজে মুদ্রা এল। শুরুর দিকে কাগুজে মুদ্রা ছিল একটা প্রতিশ্রুতি পত্র (প্রমিসরি নোট) মাত্র। এটা গচ্ছিত রাখা স্বর্ণের জন্য একটা রসিদ ছিল। সরাসরি স্বর্ণমুদ্রাটা মুদ্রা হিসেবে বিনিময় না করে, ব্যাংক নিজে সেটাকে জমা রাখা শুরু করল। এর পরিবর্তে রসিদ চালু করা হয়েছে। ওই রসিদ যার কাছে, তাকেই স্বর্ণমুদ্রাটা দেওয়া হবে। প্রতিটি টাকার ওপর প্রাপকের নাম লেখা থাকত এবং প্রধান ক্যাশিয়ার নিজ হাতে স্বাক্ষর করে দিতেন। কাগুজে মুদ্রা পুরোমাত্রায় চালু করতে বিভিন্ন দেশের সরকার এবং ব্যাংককে অনেক বেগ পেতে হয়েছে।

ঙ. **হুকমি মুদ্রা** (Fiat money): পরবর্তিতে কাগুজে নোট পরিণত হলো হুকমি মুদ্রা বা ফিয়াট মুদ্রায় (Fiat Money)। কারণ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের উঠিয়ে দেওয়ার পর টাকার বিপরীতে স্বর্ণশক্তি, রৌপ্যশক্তি এগুলো নেই। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সরকার হুকুম দিলেই ছাপাতে পারে। এর জন্য সমপরিমাণ স্বর্ণ সংরক্ষিত না থাকায় এটা দিয়ে বাজারদরে পণ্য সামগ্রী পাওয়া গেলেও প্রতিশ্রুত স্বর্ণ বা অন্য কোনো মূল্যবান বস্তু জামানত রাখা নেই। পৃথিবীজুড়ে এখন হুকমি মুদ্রা জারি রয়েছে। স্বর্ণশক্তি ও রৌপ্যশক্তি বাতিলের পর কাগুজে মুদ্রার বিপরীতে কোনো মূল্যবান বস্তু সংরক্ষিত থাকে না। এখন প্রচলিত হুকমি মুদ্রা হলো সরকারের প্রতিশ্রুতি।

ক্রিপ্টোকারেন্সির পরিচয়

ক্রিপ্টোকারেন্সির সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

১. Cryptocurrency is a form of currency that exists solely in digital form. Cryptocurrency can be used to pay for purchases online without going through an intermediary, such as a bank, or it can be held as an investment.

'ক্রিপ্টোকারেন্সি হলো ডিজিটাল বিন্যাসে সংরক্ষিত মুদ্রা। ব্যাংকের ন্যায় কোনো মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই অনলাইন কেনাকাটা এবং বিনিয়োগ করা হয়' (Tretina 2023)

২. The technology of crypto is made up of blockchain, which is a decentralized database that keeps track of the registry of assets and transaction history across a peer-to-peer network.

'ব্লকচেইনের মাধ্যমে ক্রিপ্টো প্রযুক্তি নির্মিত। এটা বাস্তবে পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক জুড়ে সম্পদের মুসাবিদা ও লেনদেনের ইতিবৃত্ত শনাক্ত করার জন্য বিকেন্দ্রীভূত ডাটাবেস' (Akbar 2022, 105)।

ক্রিপ্টোকারেন্সির বৈশিষ্ট্য

কাগজ বা ধাতব মুদ্রা থেকে সহজ ও উপযোগী করার জন্য আশির দশকের শেষ ভাগে কম্পিউটার বিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞরা ক্রিপ্টোগ্রাফির বদৌলতে ক্রিপ্টোকারেন্সি তৈরি করেছেন। এটা কম্পিউটার বা ইন্টারনেটে মজুত থাকায় এর মাধ্যমে বিনিময় করা দ্রুততর ও সহজতর। ক্রিপ্টোকারেন্সি মূলত ডিজিটাল মুদ্রা এবং এনক্রিপশন অ্যালগরিদম প্রযুক্তিতে লেনদেনের একটি বদলি রীতি। ক্রিপ্টোকারেন্সি এনক্রিপশন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে যুগপৎ মুদ্রা এবং ভার্চুয়াল হিসাবরক্ষণ ধারা সম্পাদন করতে পারে। এর বৈশিষ্ট্য হলো:

১. ডিজিটাল: ক্রিপ্টোকারেন্সির খাতা বা সাবলেজার সম্পূর্ণরূপে ডিমেটেরিয়ালাইজড করা।
২. সীমাবদ্ধ : ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রোগ্রামগতভাবে সীমাবদ্ধ।
৩. উন্মুক্ত: পিয়ার-টু-পিয়ার লেনদেনে যে কেউ ক্রিপ্টোকারেন্সির লেজারে প্রবেশ করতে পারে।
৪. বিকেন্দ্রীকৃত: একাধিক অংশগ্রহণকারীদের লেজার সম্পাদনা করার ক্ষমতা রয়েছে।
৫. বেনামি: সাধারণভাবে লেনদেনকারী দু'পক্ষের কোনো ব্যক্তি বা পরিচয় উন্মুক্ত করা হয় না

ক্রিপ্টোকারেন্সির উৎপত্তি ও প্রকৃতি

২০০৮ সালে সাতোশি নাকামোতোর বিখ্যাত শ্বেতপত্র "বিটকয়েন: একটি পিয়ার-টু-পিয়ার ইলেকট্রনিক ক্যাশ সিস্টেম" প্রকাশের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ভার্চুয়াল মুদ্রা তথা ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রচলন শুরু হয়েছে (History of Cryptocurreny 2023)। এই মুদ্রার বাস্তব অস্তিত্ব নেই, এর অস্তিত্ব শুধুমাত্র ভার্চুয়াল জগতে। জনপ্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সি বিটকয়েনের ভগ্নাংশ চালু হয়েছে। উদ্ভাবকের নামের সঙ্গে মিল রেখে বিটকয়েনের ভগ্নাংশ সাতোশি নামে পরিচিত। এক বিটকয়েনের ১০ কোটি ভাগের এক ভাগ হলো এক সাতোশি। মূলত ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনে ব্যাংকিং চ্যানেল নেই। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অনলাইনে দুজন ব্যবহারকারীর মধ্যে সরাসরি (পিয়ার-টু-পিয়ার) আদান-প্রদান হয়। লেনদেনের নিরাপত্তার জন্য ব্যবহার করা হয় ক্রিপ্টোগ্রাফি নামের পদ্ধতি। ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেনের জন্য অনলাইনভিত্তিক নেটওয়ার্কে ভার্চুয়াল মুদ্রায় অর্থমূল্য পরিশোধ ও নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। লেনদেনকারী, সরবরাহ এবং চাহিদার মানদণ্ডে ক্রিপ্টোকারেন্সির মূল্য আরোপিত হয়। তরল অর্থের পূর্ণ বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে বিদ্যমান আছে। তাছাড়া ক্রিপ্টোকারেন্সি হচ্ছে ক্রিপ্টোগ্রাফির বদৌলতে একটি সুরক্ষিত ডিজিটাল মুদ্রা। এটি জাল বা দ্বিগুণ খরচ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

ক্রিপ্টোকারেন্সির ইস্যুকরণের পদ্ধতি ও কার্যধারা

ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রসঙ্গটির মূল চালিকাশক্তি হলো গণিতের একটি শাখা ক্রিপ্টোগ্রাফি, বা সংকেত রীতিবিদ্যা। সুতরাং বলা যায় যে, কম্পিউটার বিজ্ঞানের বিশেষ শাখা ক্রিপ্টোলজি ব্যবহার করে যে ডিজিটাল মুদ্রা তৈরি হয়, তারই নাম ক্রিপ্টোকারেন্সি। একাধিক ব্যক্তির মধ্যে তথ্য আদানপ্রদানকে সঙ্কেতের মাধ্যমে গোপন এবং সুরক্ষিত রাখাই ক্রিপ্টোগ্রাফির মূল তাৎপর্য। বর্তমানে প্রায় ৪ হাজারের বেশি প্রচলিত ক্রিপ্টোকারেন্সির মধ্যে সব থেকে জনপ্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সি হল বিটকয়েন। এর পাশাপাশি এথেরিয়াম, টেথার, বিন্যান্স কয়েন নামেরও মুদ্রা রয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সি সংগ্রহ করা যায় দুইভাবে-১. মাইনিংয়ের মাধ্যমে; ২. ক্রয় করে (Tanim 2018, 42-45)।

এ মুদ্রা জোগানের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে গাণিতিক ও কম্পিউটার বিজ্ঞানের জ্ঞানসমৃদ্ধ ও তৎসম্পর্কিত মেধাসম্পন্ন মানুষজনের হাতে। প্রথমত, একটা তৈরিকৃত নেটওয়ার্কে একটি শক্তিশালী কম্পিউটারের সহায়তায় যে কেউ যোগ দিতে পারেন। ওই কম্পিউটারে সিপিইউর বদলে জিপিইউ (গ্রাফিক্যাল প্রসেসিং ইউনিট) ব্যবহৃত হয়। এরপর নির্দিষ্ট ক্রিপ্টোকারেন্সির শুরু থেকে এখন পর্যন্ত পুরো লেজার ডাউনলোড করতে হয়। তারপর মাইনিং সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে হয়। প্রত্যেক নতুন লেনদেনের পর ওই লেনদেনকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে খাঁটি বলে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। কেউ কারো নিকট ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রেরণের পর, প্রাপকের উচিত প্রেরণকারীর ওয়ালেটে ওই পরিমাণ মুদ্রা আছে কি না। যেহেতু এই লেজারে শুরু থেকে সব লেনদেনের রেকর্ড আছে, কাজেই প্রেরণকারীর ক্রিপ্টোকারেন্সি সংক্রান্ত সকল লেনদেন অনুধাবন করা যায়। এরপর প্রেরণকারীর ওয়ালেটের পাবলিক কী (public key) পরখ করে দেখতে হবে। তদুপরি ওই লেনদেনটা একটা ব্লকে লেখতে হয়। এই লেনদেনের তথ্যগুলোকে 'হ্যাশ' করা হয়। এর সাথে সাথে পূর্বের ব্লকটার সমস্ত তথ্য পুনরায় হ্যাশ করে বর্তমান ব্লকের হেডারে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। এভাবে একটা চেইন গঠিত হচ্ছে। সে জন্যই নাম হয়েছে ব্লকচেইন। ক্রিপ্টোকারেন্সির অন্যতম সমস্যা হলো বহু-ক্রয় সমস্যা (Double spending)। বিটকয়েন নেটওয়ার্কের সমস্ত নোডে লেনদেনের শ্রেণীর সম্প্রচার এবং নির্দিষ্ট বিরতিতে টাইমস্ট্যাম্প সন্নিবেশিত করার মাধ্যমে লেনদেনের প্রতিলিপিকে নথিভুক্ত করার মাধ্যমে বহুক্রয় সমস্যা বন্ধ করা যাবে।

ক্রিপ্টোকারেন্সির জামানত ব্যবস্থা দ্বি-স্তরভিত্তিক। যথা:

ক. প্রুফ অব ওয়ার্ক: প্রায় সব ক্রিপ্টোকারেন্সির মাইনিং প্রক্রিয়াকে মাইনারের সংখ্যার ভিত্তিতে কঠিনতর করা হয়। আর যার মাধ্যমে কঠিনতর করা হয়, তা হলো প্রুফ অব ওয়ার্ক (PoW)।

খ. প্রুফ অফ স্টেক: প্রুফ অব ওয়ার্কের বদলে 'প্রুফ অফ স্টেক' (PoS) বলে একটি ধারণার প্রবর্তন হয়েছে। প্রুফ অব স্টেক যে প্রুফ অব ওয়ার্কের থেকে অল্প খরচে বেশি কার্যকর (Yu 2023, 784-788)।

ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে লেনদেন প্রক্রিয়া

ক্রিপ্টোকারেন্সি দিয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট দ্রব্যের দাম ডলার বা অন্য কোনো হুকমি মুদ্রায় দাম লেখা থাকলেও সেটা তার সমতুল্য ক্রিপ্টোকারেন্সি দিয়ে কেনা যাবে। ক্রিপ্টোকারেন্সি দিয়ে ক্রয়-বিক্রয় ক্রেডিট কার্ডের থেকে সুবিধাজনক। এতে জালিয়াতি হওয়ার সুযোগ নেই। লেনদেনের জন্য কিছু ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রেতার ওয়ালেটও থাকতে হবে। ক্রিপ্টোকারেন্সি যদি না থাকে তাহলে সেটা যে কোনো ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ থেকে কেনা সম্ভব। তারপর সেটা নিজের ওয়ালেটে আনতে হবে। মূলত ক্রিপ্টোকারেন্সি থাকে ব্লকচেইনে, যা আদতে উন্মুক্ত লেজার। ক্রিপ্টোকারেন্সির বিনিয়োগের প্রধান উপায় হচ্ছে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে মাইনিং। আর তৃতীয় উপায় হচ্ছে ইনিশিয়াল কয়েন অফারিং বা আইসিও (ICO) তে যোগ দেওয়া। এক্সচেঞ্জে নিবন্ধন করে টাকা পাঠিয়ে যেকোনো প্রচলিত ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনা সম্ভব। ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাবের মতো ক্রিপ্টো ওয়ালেটেও ভার্চুয়াল মুদ্রা সঞ্চয় করা যায়। জাকাতের অর্থ পরিশোধও ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে সম্ভব। ইতোমধ্যে সেভ দ্য চিলড্রেন এবং উইকিপিডিয়ার মতো অনেক স্বেচ্ছাসেবী, সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানও ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে তাদের অনুদান গ্রহণ করছে।

মাইনিং প্রক্রিয়ার শরয়ী প্রয়োগবিধান

সমসাময়িক মুসলিম আইনবিদদের কেউ কেউ মনে করেন যে, বিটকয়েন অর্জনের জন্য মাইনিং প্রক্রিয়াটি শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো চুক্তির আওতায় আনা যায় না। যেহেতু মাইনিং– এই প্রক্রিয়াটি শরীয়তের আওতামুক্ত একটি আধুনিক প্রযুক্তিগত বিষয়কে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়, শরীয়তে এ ব্যাপারে নীরব থেকে তাতে ছাড় দিয়েছে। কোনো কোনও ইসলামী আইনবিদদের মতে মাইনিং প্রক্রিয়াটি জুআলা চুক্তির আওতায় পড়ে। কারও মাধ্যমে সম্পাদিত কম্পিউটার ডিভাইসে একটি ইলেকট্রনিক উপাত্ত সংক্রান্ত কার্যকলাপ। ইন্টারনেট হলো এখানে জায়েল, তথা নিয়োগকর্তা। আর ইন্টারনেট সিস্টেমের মাধ্যমে আউটসোর্সিং কাজ নিয়ে প্রোগ্রামিং করা ব্যক্তিটি মজুরি ও পুরস্কার অর্জন করেন। শরীয়তে জুআলা হলো, পারিশ্রমিকের জন্য প্রতিশ্রুতির ঘোষণা। যেমন জুআলার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

> التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول بمعين أو مجهول
> একটি নির্ধারিত বা অনির্ধারিত কাজ নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট সময়ে সম্পূর্ণ করার বিপরীতে কোনো ব্যক্তিকে প্রদত্ত পারিশ্রমিককে জুআলা বলে। (al-Ramlī 1983, 5:464)

জুআলার জন্য আবশ্যকীয় শর্ত হলো বিনিময়ের হার, কাজের বিবরণ এবং চুক্তিকারী দুটি পক্ষ। সমসাময়িক ইসলামী আইনবিদরা মাইনিং প্রক্রিয়ার ফিকহী সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে এ মত পোষণ করেন যে, মাইনিং প্রক্রিয়া ও বিটকয়েন লেনদেন ইজারা চুক্তির আওতায় সম্পাদিত হয়। কারণ, এতে কোনো কিছুর বিনিময়ে বিটকয়েনের মালিকানা প্রদান করা হয়। এখানে ইজারাদাতা হল ইন্টারনেট বা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর মূল কোম্পানি, এবং এর লিজ গ্রহণকারীরা হলেন যারা

মাইনিং প্রক্রিয়ায় সম্পাদনা করেছেন। এখানে ভোগ্য পণ্য হলো কম্পিউটার সফটওয়্যার ও ইন্টারনেটের এক্সেস সুবিধা।

শরীয়তের দৃষ্টিতে মাল বা সম্পদ হিসেবে ক্রিপ্টোকারেন্সি

ফকীহগণ মাল বা সম্পদকে দুইভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলো হলো: মুতাকাওয়্যিম ও গাইরে মুতাকাওয়্যিম। মুতাকাওয়্যিম বলতে তাঁরা এমন বস্তু বুঝিয়ে থাকেন মানুষের নিকট যার মূল্য আছে। আর গাইরে মুতাকাওয়্যিম হলো যার মূল্য নেই। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার একটি উক্তি থেকে এ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

المنفعة التي لا قيمة لها في العادة بمنزلة الأعيان التي لا قيمة لها لا تصلح ان يرد عليها عقد إجارة ولا بيع باتفاق

সামাজিক রীতি অনুযায়ী যে উপযোগিতার কোনো মূল্য নেই তা আসলে একটি মূল্যহীন ও অকেজো সম্পদের সমপর্যায়ের। এ মূল্যহীন বস্তুর ওপর ভাড়ার চুক্তি করা ও ক্রয়বিক্রয় বিশুদ্ধ হবে না (Ibn Taymiyya 1995, 30:305)

আল ইকনা' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে,

ولا يصح بيع ما لا منفعة فيه لأنه لا يعد مالا

যে বস্তুর উপযোগিতা নেই, তা দ্বারা লেনদেন করা বৈধ নয়; কেননা তা সম্পদ হিসেবে গণ্য নয়। (al-Shirbīnī 1990, 2:275)।

কাশশাফুল কিনা' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে,

المال شرعا ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة

শরীয়তে সম্পদ বলতে ঐ বস্তুকে নির্দেশ করে, যার কোনো বিশেষ চাহিদা বা জরুরী অবস্থা ব্যতিরেকে বৈধ উপযোগিতা রয়েছে। (al-Buhūtī 1982, 3:141)

ইবনে আবিদীন রহ. বলেন,

المراد بالمال ما يميل إليه الطبع و يمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم

সম্পদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যার প্রতি মন আকৃষ্ট হয় এবং অভাবের ও প্রয়োজনের মুহূর্তের জন্য তা সংগ্রহে রাখা যায়। সকল মানুষ অথবা কিছু মানুষ কোনো বস্তুকে সম্পদরূপে গ্রহণের দ্বারা তা সম্পদ সাব্যস্ত হয়। (Ibn ʿĀbidīn 2011, 4:3)

ফকীহদের উপরিউক্ত বক্তব্যের আলোকে এ কথা বলা যায়, আর্থিক লেনদেনে (যেমন পণ্যের মূল্য বা ঋণ পরিশোধের সময়) যে বস্তুর উপযোগিতা বিদ্যমান ও সর্বস্বীকৃত তাই সম্পদ। এছাড়াও যে উপকরণের বদৌলতে এক ব্যক্তির ওপর প্রদেয় অন্য লোকের আর্থিক অধিকার সুরক্ষিত ও নির্মিত হয় তাই মাল বা সম্পদ। কোনো বস্তুকে সম্পদরূপে গ্রহণ করা হলে তার সম্পদ হওয়া সাব্যস্ত হয়। আর সম্পদরূপে গ্রহণের অর্থ বস্তুকে সংরক্ষণ করা এবং প্রয়োজন ও অভাবের মুহূর্তের জন্য তা সংগ্রহে রাখা।

যেহেতু মুদ্রায় উপযোগিতার প্রতিশ্রুতি থাকে, সে প্রতিশ্রুতিতে মানুষের আস্থা থাকে, তাই তা মূল্যবান। এর ভিত্তিতে বলা যায়, শরীয়তের দৃষ্টিতে ক্রিপ্টোকারেন্সি মুদ্রা ও সম্পদ হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

ক্রিপ্টোকারেন্সি সংক্রান্ত ফিকহী মতামত ও পর্যালোচনা

ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে চারটি মতামত পাওয়া যায়। নিম্নে পর্যায়ক্রমে তা উল্লেখ করা হলো।

এক. ক্রিপ্টোকারেন্সি অবৈধ।

ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের বৈধ মাধ্যম নয়। এর মাধ্যমে লেনদেন বৈধ হবে না। যেমন বিটকয়েন সম্পর্কে আবদুস সাত্তার আবু গুদ্দাহ বলেন,

إن البتكيون لا يعد نقدا، ولا يجوز التعامل به

বিটকয়েনকে মুদ্রা হিসেবে গণ্য করা যাবে না এবং এর মাধ্যমে লেনদেন বৈধ হবে না। (Abū Ghudda 2021, 64)

এ মতের পক্ষে রয়েছেন ড. আলী আল কুরাহ দাগী, ড. আজীল আন নাশমী, ড. আবদুস সাদিক খালিকান, ড. হাইসাম আল হাদ্দাদ, ড. হামযা আদনান, আলী জুমআসহ অন্যান্য সমকালীন স্কলারগণ।

এ মতের পক্ষে সুন্নাহ থেকে দলীল পেশ করা হয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথর খণ্ড নিক্ষেপের মাধ্যমে কেনাবেচা ও প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন। (Muslim 2015, 1513)

হাদীসে প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করা হয়েছে। প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে রয়েছে অজানা বস্তুর মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করা। যেহেতু ক্রিপ্টোকারেন্সি গাণিতিক কার্যপদ্ধতির মাধ্যমে প্রস্তুত একটি কাল্পনিক সংখ্যা। ফলে অস্তিত্বহীন, অনির্দিষ্ট অজানা এবং অন্যান্য জিনিসের লেনদেন সম্পন্ন করা হয়। এই সকল অপগুণ বিশিষ্ট পণ্যের বিক্রয় অবৈধ। তাছাড়া কাগুজে নোটের বিদ্যমান কালে এ ভার্চুয়াল মুদ্রার কোন প্রয়োজন নেই। ক্রিপ্টোকারেন্সি অস্তিত্বহীন বস্তু বিক্রির একটি প্রকার। এর বাস্তব উপাদান ও অস্তিত্বের অভাব রয়েছে। এর পাশাপাশি এ মুদ্রার দাম ব্যাপকভাবে ওঠানামা করে, এর জন্য কোনো জামিনদার নেই। এসব কারণে ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে লেনদেন প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয়ের নিষেধের আওতায় আসে।

পর্যালোচনা

ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেনে প্রতারণার অভিযোগটি বাস্তবসম্মত এবং অত্যন্ত বিবেচনার বিষয়। কোনও একটি চুক্তিকে বাতিল করার মধ্যে প্রতারণাও শামিল। তবে বিটকয়েনের এ প্রতারণার সম্ভাবনা যৎসামান্য এবং এর বড় কোনো প্রভাব নেই। সাধারণত আর্থিক লেনদেনে এ সকল ক্ষুদ্র অসঙ্গতি এড়ানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাছাড়া বিক্রেতা ও খরিদ্দার এগুলোকে ছাড় দিতে রাজি থাকেন এবং তাঁদের দু'পক্ষের মধ্যে বিরোধের কোনও কারণ হয় না। ইমাম ইবনে আবদুল বার রহ. বলেন,

ولا يكاد شيء من البيوع يسلم من قليل الغرر فكان معفوا عنه

বেচাকেনায় যৎসামান্য অসঙ্গতি ও গারার থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব, তাই এগুলো ছাড় দেওয়া হবে (Ibn ʻAbd al-Barr ND, 2:191)।

ইমাম নববী রহ. বলেন,

إن دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيراً جاز البيع، وإلا فلا

যদি গারার সহকারে বিক্রয় করার খুবই প্রয়োজন দেখা যায়, আর এ থেকে বিরত থাকা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে এবং গারার যদি সামান্য পরিমাণে হয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে, অন্যথায় অবৈধ (al-Nawawī 1987, 2:162)।

ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেনকে যারা অবৈধ মনে করেন, তাঁরা এর প্রতারণার বিষয়টি ছাড়াও আরো কিছু বিষয়ে সামনে এনেছেন। যেমন:

ক. ক্রিপ্টোকারেন্সি দ্রুতগতিতে মূল্য হারায়। এ মুদ্রার বিপরীতে কোনো আর্থিক দাবি স্বীকৃত নয়। ক্রিপ্টোকারেন্সির মূল্য অস্বাভাবিক উঠানামা করে। এর ফলে লেনদেনের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে না। কখনও কখনও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাজার মূল্যের অর্ধেকেরও বেশি দাম কমে গেছে। এরকম অনিশ্চিত অবস্থা লেনদেনকে জুয়ার সমতুল্য করে তোলে যা ইসলামী আইনে নিষিদ্ধ।

এর জবাবে বলা যায়, ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেনে অস্থিরতা এবং অস্বাভাবিক উঠানামা আপেক্ষিক ব্যাপার। আধুনিক সময়ে প্রচলিত আমানতনির্ভর (Fiduciary) অন্যান্য মুদ্রার মানও হ্রাস পেলেও এটাকে জুয়া বলা হয় না। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে। টাকার মুদ্রাস্ফীতি হার ৭.৪৮। মুদ্রা বিবেচনায় ক্রিপ্টোকারেন্সি ও গতানুগতিক মুদ্রা উভয়টি ইনফ্লেশনারী। বরং এই মুদ্রার সংখ্যা পূর্বনির্ধারিত হওয়ায় তা টাকার মতো আরও ছাপানো যায় না, ফলে এর মুদ্রাস্ফীতি হার তুলনামূলক কম।

খ. বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেটের মাধ্যমে উপলভ্যতা এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির গোপনীয়তার কারণে অতি সহজে নিষিদ্ধ ক্রিয়াকালাপ যেমন, সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে অর্থায়ন, অর্থ পাচার, এবং মাদক, পুরাকীর্তি এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ পণ্য পাচার করা সম্ভব হয়।

এর উত্তরে বলা যায়, নিষিদ্ধ কারবারে বিটকয়েন ব্যবহার হওয়ার দায়ভার খোদ মুদ্রার স্বীকৃতির উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। কারণ নিষিদ্ধ পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহে প্রচলিত মুদ্রা ব্যবহারের কারণে প্রচলিত মুদ্রাকে অবৈধ বলে রায় দেওয়া হয়নি।

গ. রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত এই ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলো ইস্যু করা। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ব্যতীত মুদ্রার বৈধতা নেই। এর ফলে ঋণ নিষ্পত্তিতে ক্রিপ্টোকারেন্সির অগ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

এ আপত্তির বিপরীতে দেখা যায়, বেশ কিছু দেশ ক্রিপ্টোকারেন্সিকে লিগ্যাল টেন্ডার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এল সালভাদর এবং সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক একে লিগ্যাল টেন্ডার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছ। এর পাশাপাশি ছয়-সাতটা দেশে এতে বিনিয়োগ বা লেনদেন করা বৈধ বলেছে। ইতোমধ্যে সেভ দ্য চিলড্রেন (Donate Bitcoin and Other Cryptocurrencies, ND.) এবং ইউনিসেফের মতো অনেক

আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী, সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানও ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে তাদের অনুদান গ্রহণ করছে (Bedi & Maharajan, 2022)।

দুই. ক্রিপ্টোকারেন্সি বৈধ

ড. সামী আস সুলাইম, ড. আবদুল্লাহ আল উকায়লী, ড. উসামা আবু হুসাইন এবং মুনতাদাল ইক্বতিসাদিল ইসলামীর মতে, ক্রিপ্টোকারেন্সি ডলার, রুপির ন্যায় মুদ্রা হিসেবে গণ্য হবে এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে লেনদেন বৈধ হবে (Ghizlān 2022, 1299)।

তাঁরা বৈধতার সপক্ষে সুন্নাহ ও ফিকহী উসূল থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করেন। যেমন, হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে,

فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ

'আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ কে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তাতে কিছু জিনিস হালাল ও কিছু জিনিস হারাম করেছেন। তিনি যা হালাল করেছেন, তা হালাল এবং যা হারাম করেছেন, তা হারাম। আর যেগুলো সম্পর্কে নীরব থেকেছেন তাতে ছাড় দেয়া হয়েছে' (Abū Dāwūd 2015, 3800)।

ক্রিপ্টোকারেন্সি যেহেতু আধুনিক সময়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগত মুদ্রা আর এ প্রসঙ্গে শরীয়তের পূর্ব কোনও সিদ্ধান্ত নেই, তাই হাদীসের আলোকে বলা যায়, এটি মুবাহ বা বৈধ পর্যায়ের বস্তু। আর ফিকহের মূলনীতি হলো -

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

যতক্ষণ না হারাম হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তুর মূল হলো বৈধতা (al-Zuḥaylī 2006, 1:190)

তাই বলা যায়, হাদীস ও উসূলের আলোকে ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেনে বৈধতা রয়েছে। ঐতিহাসিক বালাযুরী বলেন,

هممت أن أجعل الدراهم من جلود الإبل فقيل له إذا لا بعير فأمسك

(একবার উমর রা. বললেন) আমি উটের চামড়াজাত মুদ্রা প্রচলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাঁকে তখন বলা হলো, তবে উটের অস্তিত্ব সংকটে পড়বে। এরপর তিনি রা. এ সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকলেন (al-Balādhurī 2017, 452)।

উমর রা. থেকে বর্ণিত উক্ত ঘটনাটি ইঙ্গিত করে যে, কোনো নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট শ্রেণী যাকে মুদ্রা হিসাবে বিবেচনা করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তা-ই মুদ্রা হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। যেহেতু এ সময়ের লোকজন ক্রিপ্টোকারেন্সিকে মুদ্রা হিসাবে বিবেচনা করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, তাই এর লেনদেন জায়েজ। এর পাশাপাশি, ক্রিপ্টোকারেন্সি সাধারণভাবে প্রচলিত অর্থের কার্য সম্পাদন করে। বাস্তবে এটির মাধ্যমে পণ্য ও পরিষেবার মূল্যমান নির্ধারিত হয়। সমাজে মুদ্রা হিসাবে গণ্য হওয়ার কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন:

১. বিনিময় মাধ্যম (Medium of Exchange)

বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে রাশিয়ায় টাকা পাঠানোর কোন সহজ উপায়ের অনুপস্থিতিতে যে কোন মাধ্যম ব্যবহার করে বাংলাদেশ থেকে রাশিয়ায় অর্থ প্রেরণে ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে অবৈধ হয়ে যায় না। বিটকয়েনের মূল্য হ্রাস পেলেও অনেক স্থিতিশীল ক্রিপ্টো কয়েনের মূল্য হ্রাস পায়নি। বিপুলসংখ্যক ব্যবসায়ীই এখন ক্রিপ্টো গ্রহণ করছেন। ফলে ক্রিপ্টোকারেন্সি 'মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ' হিসেবে স্বীকৃত। ক্রিপ্টোকারেন্সির সমস্ত লেনদেন সর্বজনীনভাবে অবারিত হলেও লেনদেনকারী দু'পক্ষের কারও পরিচয় উন্মোচিত হয় না। তবে কেন্দ্রীয় প্রশাসক সরাসরি বা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন তৃতীয় পক্ষ ক্রিপ্টোকারেন্সির লেজারে পরিচয় এবং লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

২. হিসাবের একক (Unit of account): অর্থ বিনিময়যোগ্য ও গণনাযোগ্য। লাভ, ক্ষতি, আয়, ব্যয়, ঋণ এবং সম্পদের উপর অর্থ নির্ভর করতে পারে।

৩. মূল্যের ভাণ্ডার (Store of value): অর্থের পূর্ণ তারল্য থাকায় অর্থ সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে। অর্থকে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে বিনিয়োগ বাড়ানো যায়। দ্রব্য সামগ্রী পচনশীল হওয়ায় তা দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষণ করা যায় না।

৪. অর্থের মূল্য: অর্থের মূল্যের বহিঃপ্রকাশ ক্রয় ক্ষমতার মাধ্যমে ঘটে। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের মাধ্যমে যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করা যায় ; তাকে অর্থের মূল্য বলে।

মুদ্রা হিসেবে ক্রিপ্টোকারেন্সি উপরের ৪টি শর্তই পূরণ করতে সক্ষম। সুতরাং এর বৈধতা যুক্তিসম্মত।

তিন. বিশেষ ধরনের মুদ্রা হিসেবে এটি বৈধ

ড. মুসাইদ রশিদ আল জুমহুর, ড. মূসা আদম ও ড. ইবরাহীম ইবন আহমদ প্রমুখের মতে, বিটকয়েন গতানুগতিক মুদ্রা থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মুদ্রা। বিশেষ শ্রেণীর মাঝে লেনদেনের বিনিময় মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয়। এর মাধ্যমে তাঁদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তাঁরা বলেন,

> النقود الخاصة هي التي تداول في مجتمع محدود على أنها أثمان للمبيعات، وقيم للمتلفات، أو تلك التي تشبه وسائط الدفع الخاصة ببعض المتاجر مثلا وحينئذ تكون نقودا وأثمانا لدى من التزم التعامل بها ورضيها دون من سواه ، مع وجوب التقيد بحق السلطان في منع تداولها اذا رأى فيه المصلحة
>
> ক্রিপ্টোকারেন্সিকে পণ্যের বিক্রয়মূল্য এবং ভোগ্য পণ্যের দাম পরিশোধের শর্তে একটি বিশেষ শ্রেণীর মাধ্যমে অথবা কোনো বিশেষ বাজারে বিনিয়োগ মাধ্যম হিসেবে ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন করা হয়। কেবল নির্দিষ্ট শ্রেণীর আওতাধীন ক্ষেত্রে এর প্রচলন, লেনদেন, এর প্রতি সম্মতি এবং একে বাধ্যবাধক হিসেবে গণ্য করা হয়। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থের প্রয়োজন অনুসারে ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেন ও প্রচলন রোধ করার অধিকার রাখেন। (Yaḥyā ND, 18)

উপরিউক্ত স্কলারগণ ক্রিপ্টোকারেন্সিকে জাল দিরহামের সাথে তুলনা করে, এটিকে একটি বিশেষ প্রকৃতির বলে মনে করেছেন। ট্রান্সঅক্সিনিয়া (মধ্য এশিয়া: বুখারা, সমরকন্দ ইত্যাদি) অঞ্চলে 'গাতারিফা' ও 'আদালি' নামের এক ধরনের মিশ্রিত বা জাল দিরহামের প্রচলন ছিল। এটা এতোই ব্যাপক ছিলো যে, হানাফী মাযহাবে 'গাতারিফা' ও 'আদালি' আদান প্রদানে পার্থক্য হলে সুদ হিসেব রায় দেওয়া হয়েছে (Ibn ʿĀbidīn 2011, 5: 266)।

এখান থেকে তৃতীয় মতের প্রবক্তারা বিটকয়েনকে জাল দিরহামের মতো একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মুদ্রা হিসাবে বিবেচনা করেছেন। কারণ এর মূল্যমান রয়েছে।

এছাড়াও কিছু প্রাজ্ঞ ও সচেতন প্রোগ্রামার ক্রিপ্টোকারেন্সির স্বরূপ ও এর বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত আছেন। তারা স্বচ্ছন্দে এর মাধ্যমে লেনদেন সম্পন্ন করতে পারেন। এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঐকমত্যের একটি বিশেষ প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং একটি বিশেষ শ্রেণীর নিকটে ক্রিপ্টোকারেন্সি বিশেষ প্রকৃতির মুদ্রা হিসাবে বিবেচিত হয়। সুতরাং এটি একটি 'স্বতন্ত্র প্রথা'-র (العرف الخاص) বৈশিষ্ট্য বহন করে।

চার. ক্রিপ্টোকারেন্সির বিধান স্থগিত (التوقف) রাখতে হবে

কিছু সংখ্যক আলেম ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যাপারে জায়েজ বা নাজায়েজ কোনো অবস্থানই গ্রহণ করেননি বরং বিষয়টির স্বরূপ আরো স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধান্ত প্রদান স্থগিত করেছেন। এদের মধ্যে আছেন, ড. আহমদ আবদুল আযীয আল হাদ্দাদ, মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ, সালিহ আল ফাউযান সহ অন্যান্য আলিমগণ (Ghizlān 2022, 1301)। তাঁরা এ প্রসঙ্গে ফিকহী রায় ও ব্যাখ্যা করা থেকে মৌনব্রত অবলম্বন করছেন। অদ্যাবধি ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া পূর্ণ ওয়াকিবহাল না হয়ে এটি সম্পর্কে ফতোয়া জারি করবেন না। তাঁরা এ প্রসঙ্গটিকে ইসলামী ফিকহ একাডেমি এবং বিশেষায়িত গবেষণা সংস্থার কাছে উপস্থাপন করার সুপারিশ করেন, যেন এর মাধ্যমে সামষ্টিক ঐকমত্যে (الاجتهاد الجماعي) পৌঁছাতে পারেন।

ফকীহদের মতামত ও প্রমাণগুলো উল্লেখ ও বিশ্লেষণের পর প্রতীয়মান হয়, যে সকল দলিলের ভিত্তিতে ক্রিপ্টোকারেন্সির বিশুদ্ধতা আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো প্রাধান্যপ্রাপ্ত। কিছু সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রিপ্টোকারেন্সি বিশুদ্ধতা পেতে পারে এবং এর মাধ্যমে পণ্য সামগ্রীর লেনদেন সম্পন্ন করা বৈধ হবে।

ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেনে আবশ্যকীয় শর্ত সমূহ

ইসলামের দৃষ্টিতে ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেন বৈধ হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

এক. ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের ক্ষেত্রে নগদ পরিশোধ করা আবশ্যক

সোনা বা রুপার বিনিময়ে সোনা বা রুপা, মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রি শুদ্ধ হবে, যদি উভয় পক্ষ থেকে নগদ সোপর্দ করা হয়। তা না করে কেউ যদি বাকিতে বিক্রি করে

অথবা চুক্তির বৈঠকের পর পরিশোধ করে তাহলে শুদ্ধ হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ, সমান সমান করে নগদ বিক্রি করতে হবে। যদি এ সব বস্তুর শ্রেণী পরিবর্তন হয় তাহলে তোমরা তোমাদের ইচ্ছামতো বিক্রি করতে পারবে, যদি তা নগদ বিক্রি করো (Muslim 2015, 1587)।

ইসলামী আইনের আওতায় বিক্রয় চুক্তিতে বিক্রয় মূল্য নির্দিষ্ট হতে হবে। দরদামের সময় কেউ নগদে বা বাকীতে মূল্য নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু ইজাব ও কবুলের সময় স্থির হতে হবে।

ইমাম আবু হানিফা রহ . ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ . এর মতে, মুদ্রা সনাক্তকরণের দ্বারা সনাক্ত হয় না; তাই মুদ্রা হস্তগত করা ছাড়া সনাক্তকরণের অন্য কোন উপায় নেই। অতএব মুদ্রার লেনদেনে কোনো এক পক্ষও যদি তার পাওনা হস্তগত না করে, কেবলমাত্র লেনদেনের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তাহলে এটি এমন এক চুক্তি হবে, যাতে মূল্য ও দ্রব্য দুটোই বাকি থাকছে। এ ধরণের চুক্তিকে بيع الدين بالدين ও بيع الكالئ بالكالئ বলা হয়, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। অতএব, কোনো এক পক্ষকে চুক্তির মজলিশে আপন পাওনা হস্তগত করে নিতে হবে।

দুই. ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং করার সময় বিদ্যুতের অপচয় রোধ করা

বিপুল বিদ্যুৎ খরচ করে চালানো সুপার কম্পিউটার দিয়ে ভার্চুয়াল মুদ্রা বানানো হয়, ফলে ভয়াবহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট, বিদ্যুতের উচ্চমূল্য ঘটিয়ে বিপর্যয় তৈরি করে। এর পাশাপাশি মুদ্রার ক্রমহ্রাসমান চাহিদার কারণে কোম্পানিগুলোও ধুঁকবে। অর্থ সংক্রান্ত শরিয়া আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য হল, প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করা। উৎকৃষ্ট বস্তু ভোগ করার ক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য জরুরী হলো, সম্পদ, কল্যাণ ও এর প্রতিটি উপাদানের প্রতি যত্নবান ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করার জন্য বুদ্ধি ও কার্যকারিতার সাথে ভোগ দখল করা। কারণ, এগুলো কুল মাখলুকাতের ওপর আল্লাহর করুণা। মানুষের উচিত হলো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্যতম পন্থা হচ্ছে পরিবেশের বিনাশ, বিলীন ও দূষণের অন্যান্য প্রভাব থেকে রক্ষা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَ لَا تَعْثَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ﴾

তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা হতে আহার কর ও পান কর এবং পৃথিবীতে শান্তি ভঙ্গকারী রূপে বিচরণ করো না। (al-Qur'ān, 2:60)

তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিটকয়েন মাইনিংয়ের জন্য বিশেষ ধরনের মেশিন তৈরি হয়েছে। এই মেশিনগুলোকে বলে 'এসিক' (ASIC)। পুরো নাম 'অ্যাপ্লিকেশন

স্পেসিফিক ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট'। এ শুধু একটি কাজই করবে, সেটা হলো মাইনিং। কাজেই তার কর্মদক্ষতা এ কাজে বহুগুণ বেশি, আবার বিদ্যুৎ খরচও কম।

তিন. ওভারবট (Overbought) ও ওভারসোল্ড (Oversold) পরিহার করা

ক্রমাগত বিনিয়োগের কারণে সময়ের সাথে সাথে ক্রিপ্টোকারেন্সির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনা ঘটলে ওভারবট বলে। এর বিপরীতে ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো সম্পদ তার প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কম দামে বিক্রি হলে ওভারসোল্ড বলে। অতিরিক্ত দরে বিডিং করিয়ে ক্রিপ্টোকারেন্সির দর অতিমূল্যায়িত করার পেছনে যারা জড়িত তাদের নজরদারির আওতায় আনা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض

তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করো না, ক্রয় করার ভান করে মূল্য বৃদ্ধি করে ধোঁকা দিও না। একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না। একে অপরকে অবজ্ঞা প্রকাশ করবে না। তোমাদের একজনের সাওদা করা শেষ না হলে অপরজন ঐ বস্তুর সাওদা বা কেনা-বেচার প্রস্তাব করবে না। (Muslim 2015, 2564)

ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেনের বৈধতা প্রাপ্তি সম্পর্কিত পর্যালোচনা

ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময় সহজ এবং নিজেই একটা মূল্যবান পণ্য হওয়ায় যেকোনো দেশে বিনিময় করায় সঙ্কট হবে না। ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতি ও বাণিজ্য আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে। কারণ, অর্থনীতি আর নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সীমিত পরিসরে নির্ভরশীল হয়ে রবে না। অথচ উত্তরাধুনিক যুগেও সরকার কর্তৃক কোনো দেশের জনগণের হাতে থাকা নোটকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলে, সেই নোটগুলো কাগজ বৈ অন্য কিছু নয়। এর অর্থনৈতিক মন্দার কারণে রাতারাতি কাগুজে মুদ্রার মূল্য ভীষণভাবেই কমে যেতে পারে। ২০১৭ সালে ভেনেজুয়েলায় ৪ হাজার শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে। তার মানে ১০০ বলিভারের মূল্য দাঁড়িয়েছে ৪ বলিভারে। ১টি মার্কিন ডলার কিনতে সেখানে ৮৪ হাজার বলিভার লাগছে। বর্তমানে ব্যবহৃত হুকমি মুদ্রার কোনো লাগাম নেই। যেমন যুক্তরাষ্ট্রে ২০০৯ সালে এবং পরে জাপান ও ইউরোপে অর্থনৈতিক মন্দা কাটানোর জন্য 'কোয়ান্টিটেটিভ ইঞ্জিং' চালু করে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ তিন ধাপে প্রায় ৪ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতিতে যোগ করল। হুকমি মুদ্রার ফলে বিভিন্ন দেশে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে, মুদ্রার অবমূল্যায়ন হচ্ছে। আজকের একশ টাকার কার্যকারিতা আগামীকালকে পঞ্চাশ টাকায় নেমে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট মুদ্রার আন্তর্জাতিক মূল্য সেই সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক আস্থা, তার অর্থনীতির অবস্থা, বাণিজ্য ইত্যাদির ওপরে নির্ভর করে। এ বিবেচনায় হুকমি মুদ্রাও কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে পারে। অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার ব্যাংকের ওপরে মানুষের 'আস্থা', এই আস্থা উবে যাওয়ার পর সব গ্রাহক একযোগে টাকা তুলতে যাওয়ার ফলে দেশজুড়ে 'ব্যাংক রান'-এর মতো একটা সংকট তৈরি হতে পারে।

মূল ধারার মুদ্রা ব্যবস্থাপনার বাইরে আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করতে ক্রিপ্টোকারেন্সির চাহিদা বাড়ছে। কোনো নোটের সাথে যোগসূত্রহীনভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সি নিজেই এক স্বতন্ত্র মুদ্রা। অধিকন্তু এটা কম্পিউটার বা ইন্টারনেটে মজুদ থাকায় এর মাধ্যমে বিনিময় করা দ্রুততর ও সহজতর। ফলে ভবিষ্যতে ক্রিপ্টোকারেন্সির অনুমোদন দেয়ার জন্য কেবলমাত্র জাতীয় পর্যায়ে নয়, বরং আন্তর্জাতিকভাবে এ অনলাইন মুদ্রার যোগান ও চাহিদা ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন হবে। এর মাধ্যমে প্রতিটি পেমেন্ট এবং মুদ্রার লেনদেন তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করতে হবে। অধিকন্তু ক্রিপ্টোকারেন্সির মাইনররা যেন জনগণের অর্থ হাতিয়ে নিতে না পারে এজন্য ক্রিপ্টো মুদ্রার উপর আন্তর্জাতিক নজরদারি রাখা দরকার হবে। এর পাশাপাশি অনলাইনে লেনদেনের সময় পুঁজিবাজারের মতো অনিশ্চিয়তা ও সাধারণ জনগণকে প্রতারণার সুযোগ বন্ধ করতে হবে। ভবিষ্যতে ক্রিপ্টোকারেন্সির অনুমোদন দেয়ার সময় আইনি প্রক্রিয়ার পাশাপাশি শরীআহ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে বেচাকেনার যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতা নিয়ে অধিকতর গবেষণা করা উচিত। এ মুদ্রার প্রচলনের পথে আরেকটি অন্তরায় হচ্ছে যে, ক্রিপ্টো সম্পদের কতটুকু অংশ কার মালিকানা ও কোন গ্রুপের অন্তর্গত তা স্পষ্ট না। ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটের গুরুত্বপূর্ণ ক্রীড়ক 'বিটকয়েন' ও 'ইথেরিয়াম' এর দামে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। দেশের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বা কোনো ব্যাংক ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ন্ত্রণ করে না। সুতরাং ক্রিপ্টোকারেন্সির আইনি স্বীকৃতি নেই। এটাই এর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনাবেচা বা সংরক্ষণ করা বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ ক্রিপ্টোকারেন্সি কোনো দেশের বৈধ কর্তৃপক্ষ ইস্যু করে না বিধায় এর বিপরীতে আর্থিক দাবির কোনো স্বীকৃতিও নেই। অর্থাৎ দেশীয় আইনে এ মুদ্রার স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তবে গত দুই দশক ধরে অনলাইনে পিয়ার-টু-পিয়ার ক্রিপ্টোকারেন্সির আদান-প্রদান চালু হওয়ার পাশাপাশি জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার ক্ষেত্রেও ক্রিপ্টোকারেন্সির বাজার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়েছে। সুতরাং নাগরিকদের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সুরক্ষা ও অব্যাহত কল্যাণ প্রদানের জন্য রাষ্ট্র ক্রিপ্টোকারেন্সির স্বীকৃতি দিতে পারে। ফিকহের মূলনীতি হচ্ছে:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

জনগণের সাথে শাসকের কার্যক্রম সার্বিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে পরিচালিত হবে। (al-Zarqā 2001, 309)।

তদুপরি ক্রিপ্টোকারেন্সির দাম ব্যাপকভাবে উঠানামা করায় এ মুদ্রার মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যে অনিশ্চিয়তা বিরাজ করে ও এটা জুয়ার রূপ ধারণ করে। অধিকন্তু এ মুদ্রার লেনদেনে কয়েন মাইনিং-এ বিপুল পরিমাণ জ্বালানির প্রয়োজন হয়। এর ফলে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতায় অস্বাভাবিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হবে। দেশের বিদ্যুৎ খাতের ওপর বিরাট চাপ তৈরি করবে এবং এ মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ে জনগণের ভোগান্তি চরমে পৌঁছে দেওয়া এবং পরিবেশ ঝুঁকিরও জন্ম দিচ্ছে। এজন্য

ব্লকচেইনের বিভিন্ন লেনদেন যাচাই করার জন্য চেইন ইকোসিস্টেম, বা এ জাতীয় পর্যবেক্ষক সংস্থা গড়ে তোলা উচিত। আন্তর্জাতিক ভার্চুয়াল সম্পদ লেনদেন ব্যবস্থা এবং ভার্চুয়াল সম্পদ নিয়ে প্রয়োজনীয় নীতিমালা গঠন করা যেতে পারে। এ মুদ্রা লেনদেনের তথ্য ব্লকচেইন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকা এবং আধুনিক অর্থনৈতিক বিশ্বে ক্রিপ্টোকারেন্সির আবির্ভাবের কারণে যে বিপ্লব ঘটছে তাতে অংশীদার হতে এই মুদ্রার লেনদেন তদারকির জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে এ মুদ্রার বৈধতার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। আর্থিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ বহু ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার ঘোষণা দিতে পারে। এর পাশাপাশি অর্থ পাচারের অভিযোগে সরকারী তদন্তকারীরা সন্দেহভাজন একাউন্টের খোঁজখবর নিতে পারেন। ভালো সাংকেতিক রীতি প্রয়োগ করে ক্রিপ্টোকারেন্সিকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করা সম্ভব। এর মাধ্যমে এ মুদ্রার মালিকানা নির্ধারণ করা সহজ এবং এর মালিকানা জাল করা অসম্ভব। এখানে স্মরণীয় যে, ক্রিপ্টোকারেন্সিকে ইসলামী মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া আর ক্রিপ্টোকারেন্সি-ই ইসলামিক কারেন্সি- এ দুটি এক বিষয় নয়। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো কিছু অনুমোদিত বা গৃহীত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, ওই বিষয়টি ইসলামী ও নির্ভেজাল ইসলামী পণ্য ও সামগ্রী। উদাহরণস্বরূপ, শরীয়তে ভেড়ার মাংস খাওয়া অনুমোদিত। তবে অন্য প্রাণীর গোশত পরিহার করে স্রেফ ভেড়ার গোশত খাওয়া-ই ইসলামে ইবাদত হিসেবে গণ্য নয়। এখানে শরীয়তের তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশনা হলো, মুসলমানরা কেবল শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় জবাইকৃত ভেড়ার গোশত আহার করবেন।

এজন্য ক্রিপ্টোকারেন্সির স্বীকৃতির মানেই অন্যান্য অপ্রচলিত মুদ্রার অনুমোদন নয়। ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনর সময় শরীয়াহ নির্ধারিত শর্তগুলো পূরণ করা জরুরী। যদি ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেনে রিবা (সুদ), মাইসির (জুয়া) ও গারারের (অনিশ্চয়তা) ন্যায় শরীয়তে নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকা না হয়, তবে তা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নাজায়েজ ও অগ্রহণযোগ্য বলেই বিবেচিত হবে। মূলত মানব জীবনের কষ্ট ও অসুবিধা দূর করে ইসলামের আলোকে সকল সমস্যার সমাধান দেওয়াই ইসলামী শরীয়তের উদ্দেশ্য। সুতরাং এ ক্ষেত্রে উপযোগী ও অনুপযোগী বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে বলা যায় যে, ক্রিপ্টোকারেন্সি মুদ্রার বৈধতা নিয়ে সঠিক ও বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্তে পৌছার জন্য আরও গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

উপসংহার

মানব কল্যাণ, সার্বিক স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্যের বিরুদ্ধে যেতে পারে– এমন কোনও বিষয়ের বৈধতা ইসলামে নেই। বর্তমানে ক্রিপ্টোকারেন্সি অর্থনৈতিক অঙ্গনে একটি কেন্দ্রীয় ধারণা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। যুগের বাস্তবতায় ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরিকৃত ডিজিটাল মুদ্রা দিয়ে দৈনন্দিন সামগ্রী কেনাবেচা সম্ভব হচ্ছে। ইন্টারনেট, মুঠোফোনের অনুমোদনের ন্যায় সময়ের চাহিদায় কর্ণপাত করে দ্রুত এর আইনগত ভিত্তি প্রদান করা উচিত যেন জনগণ ভোগ্যপণ্য কেনাবেচায় ব্যাপকভাবে

উপকৃত হতে পারে। ব্লকচেইন প্রযুক্তি এবং তার ওপরে ভিত্তি করে আবিষ্কৃত সফল কোনো ক্রিপ্টোকারেন্সি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিস্তার লাভ করার পর সুফল ও কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। কর্পোরেট ব্যবসায়ী শ্রেণী থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণও ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রচলনে উপকৃত হতে পারে। কয়েকটি দেশ ক্রিপ্টোকারেন্সিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বৃহত্তর মুসলিম সমাজ উপকৃত হতে পারে- এ বিবেচনায় ক্রিপ্টোকারেন্সির বৈধতার ব্যাপারে রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ ও চিন্তাশীলগণের উদ্যোগী হওয়া সময়ের দাবি।

Bibliography

al-Qur'ān al-Karīm

Abū Dāwūd, Sulaymān Ibn Ash'ath Ibn Isḥāq al-Sijistānī. 2015. *Sunan Abī Dāwūd*. Edited by: Rāid Ibn Abī 'Alfah. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah.

Abū Ghudda, 'Abd al-Sattār. 2021. *al-Nuqūd al-Raqmiyya al-Ru'yah al-Shar'iyya wa al-Āthār al-Iqtiṣādiyya.* Doha: Bait al-Mashura Journal.

Akbar, Mohamed Aslam. 2022. Towards An Interpretation Of Cryptocurrency As A Commodity From Maqasid Al-Shari'ah Perspective. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 5:2, 99–112. https://doi.org/10.53840/ijiefer90

al-Balādhurī, Aḥmad Ibn Yaḥyā Ibn Jābir Ibn Dāwūd. 2017. Futūḥ al-Buldān. Cairo: Maktabah al-Nahdah al-Miṣriyyah

al-Buhūtī, Manṣūr ibn Yūnus Ibn Idrīs. 1982. *Kashshāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*. Beirūt : Dār al-Fikr

al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā Ibn Sharaf. 1987. *Sharḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī

al-Ramlī, Shams al-Dīn Muḥammad Ibn Abū al-'Abbās Aḥmad Ibn Ḥamzah. 1983. *Nihāyah al-Muḥtāj Ilā Sharḥ al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah

al-Shirbīnī, Muḥammad Ibn Aḥmad al-Khaṭīb. 1990. *al-Iqnā' fī Ḥall Alfāẓ Abī Shujā'a*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyya.

al-Zarqā, Aḥmad Ibn Muḥammad. 2001. Sharḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah. Dimashq: Dār al-Qalam

al-Zuḥaylī, Muḥammad Muṣṭafá. 2006. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa fil Madhāhib al-Arba'ah*. Dimashq: Dar al-Fikr.

Ghizlān, Tasnīm 'Abd al-Majīd Aḥmad. 2022. "al-'Umlāt al-Raqmiyyah al-Bītkuwīn: Dirāsah Fiqhiyyah Mu'āṣarah" *Majallah Kulliyyah al-Sharī'ah wa al-Qānūn,* 34:2, 1238–1335. https://doi.org/10.21608/jfsu.2022.214535

Ibn 'Abd al-Barr, Abū 'Umar Yūsuf Ibn 'Abd Allah. ND. *al-Tamhīd Limā fī al-Muwaṭṭa'a Min al-Ma'ānī Wa al-Asānīd*. Beirut: Muwassasah al-Qurṭubah

Ibn 'Ābidīn, Muḥammad Amīn Ibn 'Umar. 2011. *Radd al-Muḥtār 'Alā al-Durr al-Mukhtār*. Damascus : Dār al-Ma'rifah.

Ibn Taymiyya, Taqī al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad Ibn 'Abd al-Ḥalīm. 1995. *Majmū'a al-Fatāwā*. al-Madīnah: King Fahad Complex for Quran Printing.

Islamer Bebsay o Banijjo Aeen (al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah). 2019. Dhaka: Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre.

Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qushairī al-Naisābūrī. 2015. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Edited by: Rāid Ibn Abī 'Alfah. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah.

Robertson, Dennis Holme. 1922. *Money*. London: Nisbet & Co., ltd

Tanim, Mostafa. 2018. *Bitcoin*. Dhaka: Adarsha.

Yaḥyā, Ibrāhīm Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad. *al-Naqd al-Iftirāḍī: Bitcoin 'Anmūdhajan*. ND. https://units.imamu.edu.sa/rcentres/rces/news/SiteAssets/Pages/حمل-بحوث-حلقة-النقد-الافتراضي/ورقة%٢٠عمل%٢٠الدكتور%٢٠ابرهيم%٢٠يحيى%٢٠النقد%٢٠الافتراضي%٢٠-%٢٠بتكوين%٢٠أنموذجًا.pdf

Yu, Yihua. 2023. Analysis of POW in Bitcoin and POS in Peercoin. *Highlights in Science, Engineering and Technology*, *39*, 784–788. https://doi.org/10.54097/hset.v39i.6645

Website link

Bedi, S., & Maharajan, A. 2022. *Preparing for an inclusive, digitally financed future*. UNICEF Office of Innovation. Retrieved January 20, 2024, from https://www.unicef.org/innovation/stories/preparing-inclusive-digitally-financed-future#:~:text=The%20UNICEF%20CryptoFund%20is%20a,for%20people%20around%20the%20world

Donate Bitcoin and other Cryptocurrencies. N.d. Save the Children. https://www.savethechildren.org/us/ways-to-help/ways-to-give/ways-to-help/cryptocurrency-donation#:~:text=Save%20the%20Children's%20crypto%20fundraising,Ethereum%20(ETH)%20and%20USDC

History of Cryptocurrency: The idea, journey, and evolution. 2023. https://worldcoin.org/articles/history-of-cryptocurrency

Tretina, Kat. 2023. Top 10 Cryptocurrencies of 2023. *Nasdaq*. https://www.nasdaq.com/articles/top-10-cryptocurrencies-of-2023